ছাগলের প্রাণঘাতী পিপিআর রোগঃ কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার

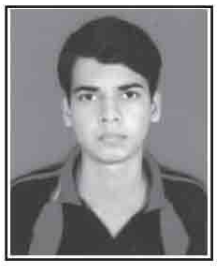

ডাঃ মোঃ আব্দুর রহমান

ছাগল ও ভেড়ার ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ হচ্ছে পেস্টি ডেস পেটিটসর রুমিন্যান্টস (পি.পি.আর) বা গোট প্লেগ। এটি একটি মহামারী ও প্রাণঘাতী রোগ। এ রোগে আক্রান্ত হলে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ ছাগলের মৃত্যু হয়। এই রোগটি সর্বপ্রথম ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে দেখা দেয়ার পর থেকে প্রতি বছর সারাদেশে এর প্রাদুর্ভাব ঘটছে। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ছাগল ও ভেড়া মারা যায়।

পি.পি.আর রোগ হলে অসুস্থ প্রাণীর জ্বর, মুখে ঘা, পাতলাপায়খানা, শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। অনেক সময় অসুস্থ প্রাণীটি মারাও যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের ভাষায়, এটি একটি মরবিলি ভাইরাস (Mrorvillivirus) যার ফ্যামিলি হল প্যারমিক্সো ভাইরাস (Paramyxovirus)। এ রোগটি বিভিন্ন গবাদিপশু ও কিছু কিছু বন্য প্রাণীতে হতে পারে। তবে এ রোগটি ছাগল এবং ভেড়াতে সচরাচর দেখা যায়।

এ রোগটি ১৯৪২ সালে আইভরি কোস্টে প্রথম দেখা যায়। তারা এ রোগকে কাটা (kata) বলত। ১৯৮৭ সালে আরব আমিরাতে চিড়িয়াখানার প্রাণী আক্রান্ত হয় এবং এটি প্রথম ছাগল ভেড়া ছাড়া অন্য প্রাণী আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড। ঐ চিড়িয়াখানায় গজলা হরিণ (gazells), বুনো ছাগল (ibex), গেমসবক (gemsbok) এর দেহে এ রোগ সনাক্ত করা হয়। ২০০৭ সালে চীনে সর্বপ্রথম এ রোগ রিপোর্ট করা হয়। ২০০৮ সালে মরোক্কোতে এ রোগ প্রথম সনাক্ত করা হয়।

কিভাবে এ রোগ ছড়ায়?

১) অসুস্থ প্রাণীর চোখ, নাক, মুখ থেকে নিঃসৃত তরল, লালা, পায়খানা, ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে।

২) অসুস্থ প্রাণীর সংস্পর্শে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ প্রাণী আক্রান্ত হতে পারে।

৩) অসুস্থ প্রাণীর হাঁচি-কাশির মাধ্যমেও এ রোগ সুস্থ প্রাণীকে আক্রান্ত করতে পারে।

৪) পানি, খাদ্যপাত্র এবং অসুস্থ প্রাণীর ব্যবহৃত আসবাবপত্র দিয়েও এ রোগ ছড়াতে পারে।

৫) যে প্রাণীর শরীরে জীবাণু আছে কিন্তু এখনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি সে সমস্ত প্রাণীর মাধ্যমে রোগ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তর হতে পারে।

৬) তবে আশার কথা হল দেহের বাইরে এ রোগের জীবাণু বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না।

পি.পি.আর রোগের লক্ষণ

১। পি.পি.আর রোগ হলে আক্রান্ত ছাগল প্রথম দিকে ঝিম ধরে পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকে।

২। নাক ও মুখ দিয়ে তরল পদার্থ, শ্লেষ্মা বের হতে থাকে এবং চোখে পিচুটি থাকে।

৩। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৫-১০৭ ডিগ্রি) ফারেনহাইট।

৪। ব্যাপকভাবে নিউমোনিয়া দেখা দেয়, সেই সাথে নির্গত শ্লেষ্মা দিয়ে নাকের ছিদ্রপথ বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

৫। নাকে ও মুখে ঘা দেখা দিবে, প্রাণী উষ্কখুষ্ক ও দুর্বল দেখাবে।

৬। শেষের দিকে পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া হয় এবং মলের রং হয় গাঢ় বাদামী। এমনকি মাঝে মধ্যে রক্তমিশ্রিত আম থাকতে পারে।

৭। আক্রান্ত ছাগলকে সঠিক চিকিৎসা না দিলে ৪-৯ দিনের মধ্যে মারা যেতে পারে।

৮। আক্রান্ত ছাগলটি যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে গর্ভপাতের সম্ভবনা থাকে।

৯। অল্প বয়স্ক প্রাণীগুলো এ রোগে অধিক আক্রান্ত হয়।

১০। বাংলাদেশে ভেড়ার চেয়ে ছাগলের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।

পি.পি.আর রোগ নিয়ন্ত্রণ

১) অসুস্থ প্রাণীকে আলাদা করে চিকিৎসা করাতে হবে।

২) অসুস্থ প্রাণীর নাক, মুখ, চোখ দিয়ে নিঃসৃত তরল যাতে অন্য প্রাণীর শরীরে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩) ছাগলের বাসস্থান জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।

পি.পি.আর রোগের চিকিৎসা

১) পি.পি.আর রোগের নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে এন্টিবায়োটিক, এন্টিহিস্টামিনিক এবং প্রয়োজনে স্যালাইন ব্যবহার করে ২য় পর্যায়ের ব্যাক্টেরিয়ার এবং পরজীবী সংক্রমণ রোধ করে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা যায়।

২) শ্বাসতন্ত্রের ২য় পর্যায়ের সংক্রমণ রোধে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ও ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন খুব কার্যকর।

৩) ৫% বরো-গ্লিসারিন দিয়ে মুখ ধুয়ে দিলে মুখের ক্ষত ভালো হয়ে যায়।

৪) তবে চোখের চারপাশে, নাক, মুখ পরিষ্কার কাপড় এবং কটন টিউব দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে দিনে ২-৩ বার করে।

৫) অসুস্থ ছাগলকে যত দ্রুত সম্ভব আলাদা করে ফেলতে হবে।

৬) অতি দ্রুত নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ দপ্তরে যোগাযোগ করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৭) অসুস্থ প্রাণীটি মারা গেলে অবশ্য ভালোভাবে পুতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

পি.পি.আর রোগ প্রতিরোধ

১) নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা না থাকায় পি.পি.আর রোগ প্রতিরোধের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো ছাগল এবং ভেড়াকে নিয়মিত টিকা প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে সরকারিভাবে পি.পি.আর রোগের টিকা সরবরাহ করা হয়। আগ্রহী খামারীরা উক্ত অফিস থেকে টিকা সংগ্রহ করতে পারেন।

টিকা প্রদান পদ্ধতি

ক) উৎপাদন কেন্দ্র বা সরবরাহ কেন্দ্র থেকে কুলভ্যান /ফ্লাক্সে পর্যাপ্ত বরফ দিয়ে টিকা বহন করতে হবে।

খ) ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ দিয়ে টিকা প্রদান করতে হবে এবং সকল রকম জীবাণুমুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) টিকা দেওয়ার পূর্বে সরবরাহকৃত ১০০ সিসি ডাইলুয়েন্টের সাথে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

ঘ) গুলানো টিকা রোদে নেওয়া যাবে না ও মেশানোর ২ ঘন্টার মধ্যে টিকা দেওয়া শেষ করতে হবে।

ঙ) প্রতিটি ছাগল বা ভেড়ার জন্য ১সিসি করে ঘাড়ের চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হতে।

চ) সুস্থ ছাগল বা ভেড়াকে ৪ মাস বয়সে প্রথম বার, ৬ মাস বয়সে ২য় বার ও পরে বছরে একবার এ টিকা দেওয়া হয়।

ছ) প্রসবের ১৫ দিন পূর্বে গর্ভবতী ছাগল/ভেড়াকে এ টিকা প্রয়োগ করা যাবে না।

জ) আক্রান্ত বা পুষ্টিহীন ছাগল/ভেড়াকে এ টিকা প্রয়োগ করা যাবে না।

ঝ) টিকা প্রয়োগের ১৫ দিন আগে কৃমিনাশক খাওয়ানো গেলে টিকার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

ঞ) খামারে নতুন ছাগল/ভেড়া আনলে ১০ দিন পর টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

ট) ব্যবহৃত টিকার বোতল বা অবশিষ্ট টিকা যথাযথভাবে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

ডা: মো: আব্দুর রহমান
মাস্টার্স শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ-২২০২